

Transcribed by Chonchol

---

sp-1

সুপ্রিয় দর্শক নিটল টাটা মাইটিভি সংলাপে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাকিব হাসান আশা করি  
যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন আপনারা জানেন  
এই অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে আমরা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি  
তাই আজকে আমাদের এই আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে  
বার্মিজ জানতা সৈন্য প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে  
অর্থাৎ আমরা জানি যে মায়ানমারে যেই  
সংঘাত চলছে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় সেই  
সংঘাতের কারণে আমাদের বাংলাদেশে আবারো এসে জানতা সরকারের বেশ কিছু সৈনিক বা  
তাদের যে সীমান্তবর্তী যে সৈনিক যারা রয়েছেন তারা আমাদের এখানে  
এসে অবস্থান নিয়েছেন বা আশ্রয় নিয়েছেন আসলে তাদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেই  
আলোচনা করতে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন  
মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুর রশিদ নিরাপত্তা সামরিক বিশ্লেষক  
আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং রয়েছেন আমাদের আসিফ মনির  
অভিবাসন এবং শরণার্থী বিষয়ক বিশ্লেষক আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি  
প্রথমে আমি যেতে চাই মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুর রশিদ আপনার কাছ থেকে শুরু করতে  
চাই  
আমরা দেখতে পাচ্ছি এরই মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক আসলে সামরিক জান্তা  
তাদের যে সৈন্য আমাদের বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছেন এবং  
সীমান্তবর্তী এলাকায় কিন্তু প্রচণ্ড এখন উত্তেজনা বিরাজ করছে গোলাগুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে  
এই যে হঠাৎ করে এই দুই দেশের সীমান্তে এ ধরনের একটি পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে  
এতে বাংলাদেশের নিরাপত্তার কোনো ঘটতি রয়েছে কিনা বা বাংলাদেশ কোন নিরাপত্তাহীনতায়  
ভুগছে কিনা

Sp-2 (major)

নিঃসন্দেহে প্রতিবেশী দেশে

যদি কোন সমস্যা তৈরি হয় সংঘাত তৈরি হয় তার আঁচ আমাদের লাগবে

তো আমাদের যে বাউন্ডারি আছে তার ভেতরে যখন আঁচটা ঢুকবে  
তখন এটিকে নিরাপদ করার দায় হচ্ছে আমাদের  
তো সেখানে দেশ থাকলে এরকম সমস্যা তৈরি হবে  
তো এই রকম সমস্যা একটু আধটু হলেই যে আমরা একেবারে  
খেই হারিয়ে ফেলবো সেরকম মনে করার কোন কারণ নেই  
কারণ আমি সক্ষমতার বিচারে বলছি  
যে আমাদের বিজিবির সক্ষমতা আমাদের  
সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা  
আমাদের বেসামরিক প্রশাসনের সক্ষমতা  
সবকিছু মিলিয়ে যদি আমরা দেখি  
তাহলে বাংলাদেশ এইরকম ঝুঁকিতে নেই  
যে খুব শক্তিতে থাকবে  
স্বভাবতই এই প্রতিবেশীর আগুনের আঁচ তো আমাদের লাগছেই  
তো সেখানে একটি বিষয় হলো যে  
এই আঁচটাকে বন্ধ করতে হলে  
অপরপক্ষে একটা শান্তি স্থাপন করতে হবে  
সেটি বাংলাদেশের হাতে নেই  
বাংলাদেশকে ওই শান্তি স্থাপন করার জন্যে  
একটা প্রচেষ্টা থাকতে হবে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা  
আরেকটি হলো যে আমাদের সীমানা সুরক্ষিত রাখতে হবে  
সেই সুরক্ষিত রাখতে কি আমরা সক্ষম কিনা  
আমি মনে করি যে মোর দেন এনাফ (২ঃ২৮)  
আমরা সক্ষম আমাদের বিজিবি  
এবং আমাদের পুলিশ প্রশাসন বেসামরিক প্রশাসন  
এখনও ওখানে টিকে আছে যদিও  
আমরা অনেক গুলি গোলা  
এসবের ই দেখছি আপনাদের টিভি  
নিউজে দেখছি তার মধ্যে তারা এখনো টিকে আছে এবং তারা কাজ করে যাচ্ছে  
বরঞ্চ আগে যা কাজ করছিল তার চেয়ে আরো বেশি কাজ করছে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য  
আর ছোটখাটো যে ঘটনা ঘটেছে  
ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে  
এটা আমি অস্বাভাবিক মনে করি না

এটা স্বাভাবিক যখন পার্শ্ববর্তী দেশে কোন সংঘাত চলে  
আর আছে আমাদের কিছু  
মানুষ মারা গেছে কিছু আহত হয়েছে কিছু বাড়ি পুড়েছে  
তো এটাকে আমাদেরকে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে  
এমন ভাবে মোকাবেলা করতে হবে সেখানে একটি বড় ধরনের ঝুঁকি আছে  
যে ওখানে পক্ষ দুই পক্ষ যুদ্ধ করছে এটা তাদের ইন্টারনাল ওয়ার এটা আমাদের কিছু না  
তো তাদের ইন্টারনাল ওয়ারে আমি কোন পক্ষভুক্ত হয়ে যাচ্ছি কিনা  
আমি কি ওদের অবস্থা আমাকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কিনা  
এই যে টেনে নিয়ে যাওয়া থেকে আমাকে দূরে থাকতে হবে  
কারণ এটি তো আমার কখনো ওদের ওই ক্ষেত্রে আমার খুব বড় স্বার্থ নেই  
সেক্ষেত্রে আমি অহেতুক যুদ্ধে জড়িয়ে  
আমাদের মানুষের জীবন  
হানি হবে সম্পদ নষ্ট হবে  
রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়বে  
তো সেখানে যুদ্ধ না জড়িয়ে  
একটি শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে  
পাওয়াটাই হচ্ছে বাংলাদেশের  
মূল চ্যালেঞ্জ

sp1:

শান্তিপূর্ণ সমাধান কি হতে পারে সে বিষয়টি নিয়ে আমরা আবার ফিরব আপনার কাছে আমি  
যেতে চাই জনাব আসিফ মনির আপনার কাছে যেহেতু আপনি অভিবাসন নিয়ে কাজ করেন বা  
শরণার্থীদের  
নিয়ে কাজ করেন আমরা দেখতে পেয়েছি যে এর আগে  
বিশেষ করে ২০১৭ সালে কিন্তু ১০ লক্ষ  
অধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে এবং  
এখনো তাদেরকে সামাল দেয়া বা তাদের ভরণপোষণের বিষয়টি নিয়ে সরকার  
কিছুটা অস্বস্তিতে রয়েছে তাদেরকে ফেরত পাঠাতে পারেনি  
আবার এই সময়টাতে এসে এ ধরনের একটি পরিস্থিতি তৈরি হলো  
এবং জাভা সরকারেরই  
সাড়ে তিন শতাধিক আমরা জানি যে সৈনিক  
তারা বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছেন

এই যে বাংলাদেশের কাঁধে এসে এরকম বোঝা বাড়ছে  
এর আগে আরো 10 লক্ষাধিক রয়েছে এবং তাদের সংখ্যা এখন 12 লক্ষের উপর  
তাদের হয়েছে এই যে তাদেরকে  
ফিরিয়ে নেয়ার কোন প্রক্রিয়া চলছে না এতে কি বাংলাদেশের  
কাঁধে কি দিন দিন বোঝাটা বেড়েই যাচ্ছে না

Sp3 (asif)

বিভিন্নভাবে তো বাড়ছে তবে এবারের বোঝার ধরনটা একটু আলাদা  
আগের বোঝাটা ছিল রোহিঙ্গা যাদেরকে  
বলা চলে যে সামরিক জান্তার  
বাহিনীর লোকজন এখানে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরই একটা অংশের  
নির্যাতন এবং তাদের  
বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের এগুলোর কারণেই রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আসতে হয়েছিল  
সেই জান্তা বাহিনীরই একটি অংশ এখানে এসে আশ্রয় নিচ্ছে  
এবং সেখানে আমরা এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের আসার কথা কিন্তু ওভাবে শুনিনি যদিও  
সেরকম আশঙ্কা করা হচ্ছিল প্রথমত সেখানে রোহিঙ্গা এখন আছেই কম  
আর এখানে রোহিঙ্গারা ডিরেক্ট টার্গেট ছিল না  
কাজেই সে ক্ষেত্রে তাদের আসা সম্ভাবনা কম  
এখানে ব্যাপারটা একটু ভিন্ন এই কারণে এবং সেটার একটা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট রয়েছে যে  
যেহেতু  
এরা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য সেখানে  
বর্ডারের পুলিশের সদস্য  
এবং তাদের হাতে অস্ত্রও ছিল তারা এখন বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে  
এবং সেই অর্থে তাদের এটা বৈধ অস্ত্র  
কারণ তারা একটা বৈধ সামরিক বাহিনীর সদস্য  
তো সে ক্ষেত্রে প্রথমত তাদেরকে আশ্রয়দান যেহেতু  
আশ্রয় চেয়েছে তারা ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে  
কিন্তু এদের ফেরত যাওয়ার যে প্রসঙ্গটা আপনি যেটা বলছেন যে প্রত্যাবাসনের বিষয়টি ঠিক  
শরণার্থীদের মত করে যারা আছে তাদের প্রত্যাবাসন আর এই  
সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রত্যাবর্তন এক হবে না  
এবং সেখানেই বিশেষ করে আন্তর্জাতিক কিছু  
প্রেক্ষাপট রয়েছে জেনেভা কনভেনশনের আওতায় রয়েছে

এবং নরমালি যেটা হয় যে এই ধরনের যারা  
বিশেষ করে কোন বাহিনীর ত্যাগ করে পালিয়ে আসে  
তার নিজের দেশে কিন্তু সেটার একটা নিয়ম থাকে যে তার কোর্ট মার্শাল বা তার  
এক ধরনের একটা বেশ চূড়ান্ত একটা  
আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়  
তা এখন যারা বাহিনী আশ্রয় নিয়েছে তারা নিশ্চয়ই সেটা জানে  
কাজেই এখানে যেটা রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে বলা হয় যে স্বেচ্ছায়  
এদের ক্ষেত্রেও স্বেচ্ছায় বিষয়টি থাকবে যে তারা আসলে কি চাচ্ছে  
এখন এখানে প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন এই কারণে আরেকটু যে  
যদি কারণে কোন কারণে তারা তাদের নিজেদের দেশে ফেরত যেতে না পারে  
এখানেও তৃতীয় দেশ বা সাময়িকভাবে তৃতীয় দেশের একটা  
চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে এই বাহিনীর জন্য তবে  
আশঙ্কার বিষয় যেটা থেকে যাবে আমরা এখন ৩০০+ বলছি  
আরো কিন্তু আসতে পারে যদি তারা চাপের মুখে থাকে  
কাজেই সেই প্রস্তুতিটা আমাদের থাকতে হবে ৩০০ ৪০০ ৫০০ যাই হোক না কেন  
সেইটা কিভাবে মোকাবেলা করা হবে এটার আন্তর্জাতিক কিছু কৌশল আছে  
সেটা কে আমাদের অবলম্বন করতে হবে

sp1

ধন্যবাদ রশিদ আমি আপনার কাছে আবারও যেতে চাই  
আসলে যারা সামরিক বাহিনীর সদস্য যারা আশ্রয় নিয়েছে তাদের  
ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া কি হতে পারে  
আমরা আর একটু এর সাথে যুক্ত করতে চাই আসলে যারা যখন আমাদের দেশে প্রবেশ করল  
অস্ত্রসহ প্রবেশ করল  
এখানে তো অনেক তাদের গুপ্তচর প্রবেশ করতে পারে মায়ানমার সরকার বা  
তৃতীয় কোন দেশের গুপ্তচর হিসেবেও তারা বাংলাদেশের প্রবেশ করতে পারে  
সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিয়ে কোন ঘটতি রয়েছে কিনা

Sp2:

এটির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না  
কারণ তারা যখন প্রবেশ করছে তখন তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে তাদের যে পরিচয় সেটা আমরা জানতে  
পারছি না

তা এখন হচ্ছে পরবর্তীকালে যখন তারা অস্ত্র নিয়ে আসছে তাদের নিরস্ত্র করণ  
তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ এর মাধ্যমে তাদের পরিচয় নিশ্চিত করণ  
এগুলো হচ্ছে ওই যে বাহিনী তাদেরকে হ্যান্ডেল করছে এই মুহূর্তে  
আমি যতদূর জানি বিজিবি হ্যান্ডেল করছে  
তারা যথেষ্ট প্রশিক্ষিত তাদের এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য  
এখন হচ্ছে যে এই আইডেন্টিফাই করার জন্য আপনি তথ্য  
জিজ্ঞাসাবাদেরও আবার লিমিটেশন আছে  
ওই যে উনি যেটা বললেন জেনেভা কনভেনশনে  
সরকারি সৈন্যদের  
জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে  
আপনি চারটি প্রশ্ন তাকে করতে পারেন তার চেয়ে বেশি করতে পারেন না  
ঠিক আছে আর বাদবাকি গুলো আপনাকে একটা আপস রফা বা আছে তার সাথে একটা  
বিষয় নিয়ে তথ্যগুলো আপনি নেবেন

Sp1:

আর প্রশ্ন কি করতে পারি মানে আমাদের আইন অনুযায়ী কি করার

Sp2:

আমাদের আইন না এটা

Sp1:

আন্তর্জাতিক জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী

Sp2:

সেটা হচ্ছে যে তার নম্বর  
সে সেনাবাহিনীর কাজ করছে তার নম্বর  
আইডেন্টিফিকেশন তার রিলিজিয়ান  
ঠিক আছে তো এক দুই  
তারপরে হচ্ছে সে  
কোন ইউনিটে কাজ করছে সেটি জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে  
তো এটি শেষ

sp1

পরিচিতিটা নিশ্চিত করার জন্য

sp2:

শুধু এইটুকুই আর রিলিজিওনটা জিঙ্গেস করা হয় যদি

পরবর্তীকালে যদি তার

মৃত্যু বরণ করে যাতে তার রিচুয়াল টা আছে

কি বলে শেষযাত্রা সেটি সেই ধর্ম অনুযায়ী হতে পারে

sp1:

জি ধন্যবাদ আপনাকে আবারও আসিফ মুনির আপনার কাছে যেতে চাই আসলে

আমরা শুনছি তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে

মায়ানমার সরকার

তাদের বাংলাদেশ থেকে যোগাযোগ করা হচ্ছে তাদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে আশাবাদও ব্যক্ত করেছেন

কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে ফিরিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়নি

ভারতে যেটি করতে পেরেছেন তারা ভারতে অলরেডি তারা ফেরত পাঠিয়েছেন

এটি কি আসলে আবারো রোহিঙ্গাদের মতো এই বিষয়টি কি বুলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা রয়েছে কিনা

sp3:

বুলে যেতে পারে কিন্তু সেখানে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে যখন আমরা বলি যে

কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যাওয়া এক্ষেত্রে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে যেতে হবে তবে

সমস্যা হলো যে এখন

জাভা সরকার যারা ক্ষমতায় আছে

তারা নিজেরাই এখন একটা নিজস্ব অভ্যন্তরীণ যে সংকট সেটা মোকাবেলায় রয়েছে

কাজেই সব আমাদের কাছে যেটা প্রায়োরিটি ওদের কাছে সেটা প্রায়োরিটি

হওয়ার কথা না

তারপরও এখানে যেহেতু তাদের নিজেদের বাহিনীর কিছু লোকজন

এবং এরা ফেরত গেলে হয়তো সেখানে সামরিক জান্তার কিছুটা লাভ হবে

এখন সেখানে যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম যে তারা যদি কোন কারণে এখানে যারা আছে  
তারা যদি মনে করে তাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে  
জাভা সরকারের কাছে ফিরে গেলে  
তাহলে সেই টিম একটা আশ্বস্ত করার ব্যাপার আছে  
এরকম হতেই পারে যে জাতীয় সরকার মনে করছে যে তাদের যেহেতু শক্তি ক্ষয় হচ্ছে  
এদিকে তার একটা অ্যামেনেস্টি দিলো এবং সাধারণ ক্ষমার মত  
এবং করে তারা আবার তাদেরকে আত্মীকরণের একটা প্রক্রিয়ায় যেতে পারে  
তো সেইটা বাংলাদেশের দায়িত্ব না  
কিন্তু বাংলাদেশ যখন প্রশ্ন করছে বা এখানে আন্তর্জাতিক মহল আমরা আগেও বলেছি যে  
আইসিআরসি বা ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রসের  
একটা ভূমিকা থাকবে  
ওই তারা কিছু কিছু নিউট্রাল জায়গা থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে  
তখন যদি নিশ্চিত করা যায় যে তাদের এবং তারাও কিন্তু জানতে চাইবে  
আইসিআরসিকেও কিন্তু তখন কথা বলতে হবে জাভা সরকারের সাথে যে  
এরা যদি ফেরত যায়  
এদের ভবিষ্যৎ কী  
এদেরকে কিভাবে ট্রিট করা হবে  
সেই তথ্যটা তখন আবার এদেরকে দেওয়া হবে  
এরা সেটা যদি তারা মনে করে যে হ্যাঁ বিশ্বাসযোগ্য আইসিআরসি আমাদেরকে বলছে  
আমরা বিশ্বাস করছি সেইটার ভিত্তিতে একটা প্রক্রিয়া হতে পারে  
কিন্তু এটা শুধু জানতা সরকারের সাথে কথা বলে আসলে হবে না  
আর জাভা সরকার নিজেও যেহেতু এখন একটু নাজুক অবস্থায় আছে

sp1:

এর সাথে আরেকটু আমি যুক্ত করতে চাই যেহেতু  
তাদেরকে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলছে কিন্তু রোহিঙ্গাদের বিষয়ে যদি আমরা বলি যেহেতু  
একই দেশের থেকে বিতাড়িত করে বাংলাদেশে এসেছেন  
এবং তাদের কি আসলে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমরা অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছি  
এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনো সাফল্য আসেনি  
এই সরকারের বা এই যে মিয়ানমার বাহিনীর  
তাদের প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার বিষয়ে কি কোন  
একটি যোগসূত্র তৈরি হতে পারে কিনা সম্ভাবনা রয়েছে কিনা



sp3:

পারে কিন্তু বলছিলাম যে এটার প্রক্রিয়া দুটো ভিন্ন  
রোহিঙ্গাদের বিষয়ে যে প্রক্রিয়া গুলো চলে এবং এটা কিন্তু সব সময় আমরা বলছি যে  
শুধুমাত্র দিপাল্লিক প্রক্রিয়ায় হবে না  
আন্তর্জাতিক যেই প্রেক্ষাপট গুলো আছে  
আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট আছে সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে আসা  
আঞ্চলিকভাবে সেটার একটা ডিপ্লোমেসি তৈরি করা  
আমরা বারবার আসলে ভারত চীন এদের কথা বলছি  
কিন্তু এর বাইরেও আমাদের এক্সপ্যান্ড করতে হবে  
আমরা জানি যে তারা মিয়ানমারের সাথে অনেক কাছাকাছি তারা  
কিন্তু তারপরও এমন কি পশ্চিমা বিশ্ব  
কারণ বিশেষ করে জাভা সরকার ক্ষমতায় আসার পরে  
তাদের আমরা দেখেছি যে বাণিজ্যিক কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটা সম্পর্ক ছিল  
মিয়ানমারের  
কিন্তু জানতা সরকার আসার পরে  
তারা কিন্তু একটা পলিসি গ্রহণ করেছে যেটাকে বার্মা পলিসি বলছে তারা  
সেখানে সবকিছু যে তারা  
মানে জানতা সরকারের পছন্দমত করেছে তা কিন্তু না  
এই ধরনের বিশেষ করে জানতে সরকার আসার পরে  
ডিপ্লোমেসি ধরনটা কিন্তু একটু পাল্টাবে কাজেই আমরা ১৭ বা ১৮ তে যে ধরনের  
কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছি রোহিঙ্গা প্রত্যাভাসনে জন্য এখন একটু অন্যভাবে করতে হবে  
এবং অন্যভাবে করলে সাফল্য আসতেও পারে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মহলের সাথে  
বিশেষ করে গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে যদি আমরা সমন্বয় করতে পারি  
যে এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার একটা প্রক্রিয়া যদি সবাই সম্মত হয় যে হ্যাঁ ওখানে  
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে আমরা সবাই আগ্রহী  
কিভাবে করা যেতে পারে  
চাপ দিয়ে হয়তো শুধু হবে না  
কিন্তু এক ধরনের নেগোসিয়েশনের জায়গা সেটা হতে পারে যে ওই প্রক্রিয়ায় যাওয়া  
একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আরেকটা হচ্ছে যে  
এ নিউ যে যেটা আছে ন্যাশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্ট

এক্সজাইল একটা আছে সরকার  
সেখানে যদিও আমরা জানি যে সেখানেও প্রশ্নবোধক আছে যে তারা আসলে কতটা  
গণতান্ত্রিক হবে যদি ক্ষমতায় আসতে পারে  
সেটাও কিন্তু এটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্টর বা একটা গ্রুপ থেকে যাচ্ছে  
সেখানেও বুঝতে হবে যে আসলে যদি পট পরিবর্তন হয়  
কারা ক্ষমতায় আসবে এই নিউ যে আসবে নাকি  
একটি পার্টিকুলার রাজনীতি দল আসবে

sp1:

ধন্যবাদ আপনাকে আমি আলোচনায় আবারও ফিরবো  
দর্শক এ পর্যায়ে নিটল টাটা মাইটিপি সংগ্রামে নিচ্ছি একটি বিজ্ঞাপন বিরতি  
কোথাও যাবেন না সঙ্গেই থাকুন  
বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম নিটল টাটা মাইটিপি সংলাপে আলোচনা করছিলাম  
বার্মিজ জানতে সৈন্য প্রত্যাবর্তন  
প্রসঙ্গে আবারো যেতে চাই মেজর জেনারেল আবদুর রশিদ  
অবসরপ্রাপ্ত আপনার কাছে যেতে চাই  
বিরতির আগে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম সে বিষয়ে সূত্র ধরে যদি বলতে চাই আসলে  
এর আগে বলছিলাম যে ৩ শতাধিক এর উপর সাড়ে তিন শতাধিক  
বার্মিজ জাভা সৈন্য বাংলাদেশে এখন রয়েছেন  
আমরা একটু জানতে চাই তারা যেহেতু আন্তর্জাতিকভাবে একটি আইন লংঘন করে বাংলাদেশে  
প্রবেশ করেছেন  
সেই হিসেবে তাদেরকে আমরা অপরাধী বলতে পারি কিংবা  
তারা আসলে যে অপরাধ কিছু করেছে কিনা  
বাংলাদেশ সরকার কি এ ধরনের কোনো বিচারের মুখোমুখি তাদের করতে পারে কিনা  
যেহেতু তারা তাদের দ্বারাই সংঘটিত  
সংঘাতের কারণে আসলে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নিয়েছেন  
তাদের প্রতি এমন একটি অভিযোগও রয়েছে  
সেই হিসেবে বাংলাদেশকে এখানে তাদের কোন  
আইনের মুখোমুখি করতে পারে কিনা বা কোন বিচারের মুখোমুখি করা

sp2:

নিঃসন্দেহে করতে পারে বাংলাদেশ যেভাবে এগোতে চায় এগোতে পারবে ফ্রিডম আছে

তারা যে বাংলাদেশের ঢুকেছে  
এটি হচ্ছে তারা হচ্ছে বৈদেশিক নাগরিক আইন ভঙ্গ করেছে  
আমাদের দেশীয় আইনেও তার বিচার হইতে পারে  
অনুপ্রবেশ করার জন্য অবৈধভাবে এটি গেলো একটি পন্থা  
দ্বিতীয় পন্থা হলো যে  
আপনি তাদেরকে ফেরত পাঠাবেন আইসিআরসি কে ইনভলভ করতেও পারেন নাও পারেন  
দ্বিপাক্ষিক কিন্তু প্রশ্ন যেটি আমার কাছে মনে হয়  
যে মিয়ানমার জাভা সরকার এদের ব্যাপারে  
তাদের কোন মাথা ব্যাথা আছে কিনা  
যেমন আমরা দেখেছি বিদেশে যেমন ধরনের একটা আমেরিকান  
সৈন্যকে এরকম ফেরত নেবার জন্য একটা বিশাল বড় নেগোসিয়েশন বা  
বারগেন হয়  
এরা তো কোন বারগেন করার চেষ্টা করছে না আপনি তাদেরকে এখন জেল দিয়ে  
ফাঁসি দিয়ে দেন মায়ানমার সরকার চুপ থাকবে  
তারা কিছু বলবে না  
তারা এরা যে হয়ে গেছে আমরা যেটা দেখি যে  
প্রতিটি রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী বা সরকারি বাহিনীর সদস্যদের সুরক্ষা দেবার দায় হচ্ছে  
তাদের কমান্ড স্ট্রাকচার  
তা আমাদের এখানে যেমন যখন কোনো সংঘাত চলে  
এটা শুধু আমাদের দেশের না সব দেশেই আছে  
সাথে সাথে কাউন্ট করতে হয় যে আপনি  
কতজন কিলড ইন অ্যাকশন হলো মানে মারা গেলেন কতগুলো অন্ডেড ইন অ্যাকশন হলো  
তারপরে কতগুলো মিসিং ইন অ্যাকশন যাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে না এরা তো মিয়ানমারের খাতায়  
মিসিং ইন অ্যাকশন  
অর্থাৎ তারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে এই মুহূর্তে মিসিং হয়ে গেছে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না  
এখন বাংলাদেশ যখন তাদেরকে জানালো যে আমাদের কাছে আছে  
তখন তো তাদের ফিরিয়ে নেবার আগ্রহটা তো তাদের থেকে আসার কথা  
তো আমার কাছে মনে হয়েছে তারা খুব  
নির্বিকার  
এদের কিছু হলেও তাদের যায় আসে না কিছু না হলেও কিছু যায় আসে না  
এখন হচ্ছে তাদেরকে ফেরত নিয়ে তারা যে কয়জনকে ফেরত নিয়েছে  
তার মধ্যে দুজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কে তারা কোর্ট মার্শাল করে ফাঁসি দিয়ে দিয়েছে

যেহেতু যুদ্ধক্ষেত্র

থেকে পলায়ন করার অভিযোগে

তাতে একটা শঙ্কা তৈরি হয়েছে তো এরা তো চাইবে যে তারা প্রটেকশন চাইবে যে

আমাকে নিয়ে আবার আমাকে এভাবে

বিচার করে দিবে

এখন যে মিয়ানমার সরকার তো এই মুহূর্তে

একটি কম্পালসারি মিলিটারি ড্রাফটিং করেছে যে সবাইকে সেনাবাহিনীতে ২ বছর কাজ করতে হবে

তার মানে মানুষ এখনও সেনাবাহিনীর লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না

আর এগুলোকে যখন আপনি সুরক্ষা দিতে পারবেন না

তখন তো আরো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না সেনাবাহিনীর যোগ দেয়ার জন্য

তখন দেখা যাবে যদি জাভা সরকার চাপ বেশি প্রয়োগ করে

তাহলে আমরা দেখব যে

যুবক সম্প্রদায় আরো বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেবে

জাত্তার নিষ্পেষণ থেকে বাঁচার জন্য

তো তাদের যে নিষ্পেষণের যে উদাহরণটা

শুধু রোহিঙ্গাদের উপরেই নয়

তাদের নিজ সৈন্যদের উপরেও দেখা যাচ্ছে

আপনি যেটা বললেন যে তাদেরকে বিচার করা যাবে কিনা

এখন হচ্ছে যে

যখন আপনি যুদ্ধ অপরাধের বিচার করতে যাবেন তখন বিষয়টি আছে তখন ওই আইনে করতে হবে

তার বড় একটি জিনিস হল সিকিউর দ্যা এভিডেন্স

অর্থাৎ সাক্ষ্য তৈরি মানে প্রিজার্ড করা

এখন এই স্বাক্ষ্য প্রিজার্ড করতে হলে আপনার একটা ইনভেস্টিগেশনস

প্রয়োজন তদন্ত সে তদন্ত কে করবে

আমি তো তার দেশে সেই যেটা করেছি সেটিতে তদন্তের জন্য আমরা সাধারণত দেখি

যে ওই ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট থেকে তদন্ত অফিসার নিয়োগ হয় যাদের এক্সেস থাকে তদন্ত করার

জন্য

এখন এই মুহূর্তে তাদের বিষয়ে অভিযোগ আনতে গেলে যে তদন্ত প্রয়োজন

সেটি কি বাংলাদেশ করতে পারবে বা বাংলাদেশের কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা কি

তদন্তে নামতে পারবে তো এগুলো হচ্ছে জটিলতা

এখন হচ্ছে যে আপনি  
ফেক অভিযোগ আনলেন  
তো বিচার হলো  
তো এখানে হচ্ছে যে তাদের বিচারটা করতে হলে আমি বলবো  
যে আমাদেরকে ইনস্টিটিউশনলাইজ বা ইন্টারন্যাশনলাইজ করতে হবে  
এককভাবে বিচার করলে এ বিচার  
পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে অনেকে মনে করে যে বাংলাদেশ  
প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে বিচার করেছে  
সেখানে আপনার ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি কিভাবে ইনভলভ করেন  
তখন আপনি নিঃসন্দেহে এটি থেকে মুক্ত থাকেন  
আর এই যে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে  
এটি নিয়ে অত আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কিছু নেই  
সংখ্যাও হচ্ছে অত্যন্ত কম  
আরেকটি হচ্ছে যে এদের স্ট্যাটাস টা কি  
সেটা কিন্তু আমরা এখনো কিছু দিই নাই  
যদি তাদের যে বেশি সুরক্ষা পাইতে হলে  
এদেরকে যুদ্ধবন্দী বা প্রিজনার অফ ওয়ার পিডব্লিউ বলি আমরা  
সেটি দেখতে হবে তখন আইসিআরসির কাছে  
এদের দায় পড়বে এখন সেখানে সে দায়ী  
তারা কতটুকু একটিভ  
আইসিআরসি কিন্তু দুই পাশেই কাজ করছে এখানে কাজ করছে ওপাশেও কাজ করছে তাদের সুবিধা  
আছে  
তো এখন হচ্ছে যেভাবে ভারতে ঠিক এই ধরনের ঘটেছিল  
ভারত তাদের নিজেদের প্লেন ভর্তি করে পাঠায় দিছে  
তো আমরা তো আমাদের ভেসেলস দিয়ে তাদেরকে পাঠাতে চাচ্ছি না  
আমরা চাচ্ছি তারা এসে নিয়ে যাক  
তো সেই পরিবেশে তারা খুব আগ্রহী আমি এটা শুনছিলাম যে একটা জাহাজ আসছে  
আবার কিছুক্ষণ পর একটা বিলিন হয়ে গেছে তাকে দেখা যাচ্ছে না  
তো সবকিছু মিলে কোথায় ল্যান্ডিং করবে এসব বিষয় আছে  
ওর দেশে কোথায় সেভ প্লেস আছে সেটা তো আমার  
নির্ধারণ আমরা করতে পারি কিন্তু এটা আমার কাজ না  
তো সেখানে জাহাজটা আমাদের দেশ থেকে

এটি ছেড়ে গিয়ে

নিরাপদ রুট দিয়ে তাদের একটা নিরাপদ জায়গাতে ল্যান্ডিং করে তাদের ওখানে নেবে

এগুলো জটিলতা তারা দেখাচ্ছে

এই জটিলতা দেখানোটা

হচ্ছে ওই যে আরেকটা হল যে তার সরকার দেউলিয়া হয়ে গেছে

দেউলিয়া হওয়ার কারণে তারা

যে ধরনের কাজ করার কথা সে কাজগুলো তারা সঠিকভাবে করতে পারছে না

এটি হচ্ছে আমাদের জন্য যেমন একটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে আমাদের জন্য একটা

উইন্ডোজ অফ অপারচুনিটি তৈরি করেছে

তো ওখানে যে জাতি গোষ্ঠীর যে সংঘাতটা তৈরি হয়েছে

আপনি দেখেন যে এটি যখন রোহিঙ্গা সমস্যা হয়েছে আজ থেকে

কত ছয়-সাত বছর আগে তখন কিন্তু এই সংঘাতটা ছিল না

তারপরে এই সংঘাতটা রোহিঙ্গা ইস্যু থেকে এটি ছড়িয়ে পড়ল

এবারের পার্থক্য হল

আমাদের এই আঞ্চলিক শক্তি যারা আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত

তাদের ভিতরে একটি জিনিস কাজ করেছে

সেটি হলো বাংলাদেশের রোহিঙ্গা আছে বাংলাদেশ এদেরকে জায়গা দিয়েছে

খাওয়াচ্ছে পড়াচ্ছে যে অনেকেই হয়তো সহায়তা করছে কিন্তু ফিজিক্যালি আমাদের কাছে আছে

আর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এদেরকে খুব কন্টেইন করে রেখেছে উখিয়া কক্সবাজার এলাকাতে

যাতে এদের কোন প্রভাব অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়তে না পারে

তো জঙ্গিবাদের ঝুঁকি বাড়ায় অন্যান্য ঝুঁকি

ছড়াতে না পারে এবার কি হয়েছে

এবার যুদ্ধ সংঘাত হওয়ার ফলে আমরা দেখছি

সব প্রতিবেশী দেশগুলোই মিয়ানমারের

ই হয়েছে মানে

তারা বিক্রি হয়ে গেছে

তো স্বভাবতই এখন তারা মনে করছে সমস্যাটা আমাদেরও

তো আগে সমস্যাটা শুধু বাংলাদেশের বলে

তারা দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছে এখন দূরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে না

তার ফলে তাদেরকে সমস্যার সমাধান

তারপরে তাদের যে ইনভেস্টমেন্ট আছে সেটাকে সিকিউর রাখা

তাদের যে স্ট্যাটিজিক অলটারনেটিভ যেসব প্ল্যান পরিকল্পনা করেছে যেমন চীন একটা করেছে

মিয়ানমার চায়না মিয়ানমার ইকোনমিক করিডোর দে উইল হ্যাভ এ এক্সেস টু দা  
বে অফ বেঙ্গল  
ভারতের কালাদান প্রজেক্ট আছে সব কিছু মিলিয়ে  
এখন একে অপরের টার্গেটে  
তারা দেখছি যে হামলা করছে  
আরাকান আর্মির কিছু অংশ আবার ভারতীয় লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করছে  
এসব কিছু মিলিয়ে জটিলতা বাড়ছে  
শুধু বাংলাদেশের নয় পুরা অঞ্চলে জটিলতা বাড়ছে  
তো অঞ্চলে যখন জটিলতা বাড়ে তখন আঞ্চলিক শক্তিগুলো যারা এফেক্টেড হয়  
তার একটু একটিভ হবে  
তাতে আমি মনে করছি এবার সমাধান  
একটা রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পাওয়ার জন্য আবার দেখছি  
যে বাংলাদেশ যে পক্ষপাতহীনভাবে এই সমাধানটা করেছে  
এর মধ্যে কোন পক্ষ হতে জড়িত হয়ে যায়নি  
বাংলাদেশের অনেক  
কিছু করতে পারতো যদি তার মনে করতো যে আমাদের মধ্যে কিছু  
অশুভ চিন্তা করছে  
সেটি না থাকাতে যে আস্থা তারা বিশ্বে এবং মিয়ানমারের সাথে তৈরি করেছে  
এখন আঞ্চলিক শক্তির বাংলাদেশে আমি দেখছি ভর করার চেষ্টা করছে সমাধান খুঁজে পাওয়ার  
জন্যে  
এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা

Sp1:

বড় পজিটিভ একটা দিক  
ধন্যবাদ আপনাকে জনাব আসিফ মুনীর আপনার কাছে যেতে চাই  
আসলে আমরা জানি যে ২০১৭ সালের বিশেষ করে মায়ানমারের  
সেখানে একটি মানে আসলে গণহত্যার একটি অভিযোগ আনা হয় যে গণহত্যাই হয়েছে  
সেই অভিযোগ অভিযুক্ত করে যারা এখন জান্তা সরকারের যারা এখন বাংলাদেশে এসেছেন  
তরাই তো সেই অভিযোগে অভিযুক্ত  
তাদের আসলে স্বীকারক্তি নেয়া বা বিচারের মুখোমুখি করার ক্ষেত্রে  
তাদের স্বীকারোক্তি নিয়ে এরকম কোন উদ্যোগ কি নেয়া যেতে পারে কিনা  
এবং সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সহায়তা নেওয়া যেতে পারে কিনা

Sp3:

এটা একটা ভালো জায়গা সেটা হলো যে অলরেডি তো একটা আইনি প্রক্রিয়া চলছে যেটা ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস মামলা আছে গামবিয়ায় যেটা করেছে সেখানে বাংলাদেশেও সহযোগী

আর ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট যেটা আছে হেইগে

ওদের যেটা একটা প্রক্রিয়াধীন আছে যে

তারা ইনভেস্টিগেশন করবে এই বিষয়টায়

তাদের একটা সেই পর্যায় পর্যন্ত এসেছে সেটার প্রাথমিক তথ্যাদি

বাংলাদেশ সরকার সহায়তা করেছে অন্যান্য যারা কাজ করছিল

একটা জায়গা হতে পারি যে যদি বাংলাদেশ মনে করে সরকার যদি মনে করে যে

এই ইনভেস্টিগেশন বা আইসিসির সাথে সমন্বয় করে

বা আইসিসির কাছে পরামর্শ চাইতে পারে

যে আমরা যদি এদেরকে প্রশ্ন করতে চাই কিভাবে প্রশ্ন করতে পারি

তথ্য সংগ্রহ করতে পারি কারণ একটি বিষয় আছে যে

এখানে যারা এসেছে দেখতে হবে যে তারা কোন র‍্যাংকের

মানুষজন এসেছে তারা যদি

ফ্রন্টলাইন সোলজার হয় তারা তো ডিসিশন মেকিং এর জায়গায় হয়তো ছিল না

কিন্তু সেখানে যদি একটু উর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তা থাকে

তাহলে একটা হচ্ছে যে তাদের এক ধরনের জবানবন্দি নেওয়া যেতে পারে তবে অবশ্যই

সেটা আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী তথ্যটা সংগ্রহ করতে হবে আমরা আমাদের মত রেনডম

কোশ্চেন এর জায়গায় যেতে পারবো না এটা কি মোটামুটি যদি আমরা চাই যে এটা

বিশেষ করে আইসিসি অথবা আন্তর্জাতিক

পর্যায়ের দিক থেকে এটা যদি বিবেচনায় দীর্ঘ হতে হয়

এবং সেখানে প্রয়োজন হলে সেখান থেকে আহ্বানও করা যেতে পারে যদি আমরা মনে করি যে ঠিক

আছে এদেরকে আমরা

তাৎক্ষণিকভাবে ফেরত দেবো না

এবং কিন্তু সেখানে একটা থাকবে ভলেন্টিয়ার ব্যাপার থাকবে যে তারা তথ্য দিতে রাজি কিনা

কারণ একটা সম্ভাবনা আছে তারা যেহেতু ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে

তা এবং তারা যদি মনে করে যে আমি এখন আবার আগের জায়গায় যেতে পারবো না

সেক্ষেত্রে সে ভাবেতে পারে যে ঠিক আছে তখন কিন্তু সে একটা নিরাপত্তার জায়গাটা চাইবে



আন্তর্জাতিক মহলের কাছে আমি যে তোমাকে তথ্য দিব  
তখন তো আমি যাদের সম্পর্কে তথ্য দিব  
আমি তো আরো মানে একেবারে তাদের বিপক্ষে চলে যাচ্ছি  
ধরা যাক সে যদি এখন জাভা সরকারের  
বিপক্ষে বক্তব্য দেয়  
তার জন্য কিন্তু মিয়ানমারে জাভা সরকারের কাছে ফিরে যাওয়ার পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে  
তখন সে কিন্তু আইদার সে অ্যাসাইলাম চাইতে পারে  
যে আমি মানে রেফিউজ চাচ্ছি সেটা বাংলাদেশে হোক বা আন্তর্জাতিক মহলের কাছে চাইতে পারে  
অথবা সে সরাসরি বলতে পারে যে আমাকে কোন না কোন নিরাপত্তা দিলে  
আমি তবেই কথা বলবো না হলে আমি বলবো না  
কিন্তু অবশ্যই সেটা আন্তর্জাতিক জায়গা থেকে করতে হবে তো এটা একটা ভালো জায়গা যে হ্যাঁ  
সেটা বাংলাদেশ  
ভাবতে পারে এখন তড়িঘড়ি করে  
তাদেরকে কোথায় পাঠাবো কার কাছে পাঠাবো এবং তাদের ভবিষ্যৎ কি  
তারা যদি যেতে না চায় আসলে কি আমরা জোর করে পাঠাবো কিনা  
পাঠাতে পারি কিনা এখন হ্যাঁ বাংলাদেশ তার নিরাপত্তার কারণে বলতে পারে  
যে এরা আমাদের এখানে ঝুঁকি হতে পারে  
এদেরকে আমরা চিনি না এটা বাংলাদেশের নাগরিক না  
কাজেই এদেরকে আমরা ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছি যা হয় হোক  
কিন্তু সেখানে তখন একটা মানবিক বা মানবাধিকারের বিষয়ে আসতে পারে  
যদিও আমরা যদি মনে করি যে আমাদের সিকিউরিটির কারণে  
আমরা আমাদের দেশের স্বার্থে একটা কোন পজিশন নিচ্ছি  
কিন্তু সেটা কিছুটা দরকার হলে  
তখন আন্তর্জাতিক মহলকেও একটা ইনভলভ করতে হবে শুধু আইসিসি না  
অন্যান্য জায়গায় সিকিউরিটি কাউন্সিল হোক অন্যান্য জায়গা থেকে যে আসলে  
এখানে নিরাপত্তার ঝুঁকি ডিল করতে হলে  
এটা ঠিক যে হয়তো আমরা বাংলাদেশের জায়গা থেকে পারবো কিন্তু এখানে যদি সংকটটি আঞ্চলিক  
হয়  
এখানে সংকটটা যদি কোন ভাবে ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অস্ত্রেরও ব্যাপার আছে  
সেক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল ইনভল্ভমেন্ট দরকার হতে পারে  
হয়তো সেটা একদিক থেকে সাপে বর হতে পারে আমাদের জন্য

sp1:

অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি আলোচনা আবারও ফিরবো দর্শক এ পর্যায়ে  
নিটল টাটা মাইটিভির সংলাপের নিচ্ছি আরও একটি বিজ্ঞাপন বিরতি কোথাও যাবেন না  
সঙ্গেই থাকুন  
বিরতির পর আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা মাইটিভির সংলাপে আলোচনা করছিলাম  
বার্মিজ জাভা সৈন্য প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গে আবার দিতে চাই একটু  
আসিফ মনির কাছে আবারো যেতে চাই বিরতির আগে যে প্রশ্নটি রেখে গিয়েছিলাম যে  
তার সূত্র ধরে বলতে চাই যদি কোনো কারণে যে কথাটা বলছেন তারা যেতে না চায়  
যেহেতু না যেতে পারে তাদের যদি কোর্ট মার্শালের একটা সম্ভাবনা থাকে সেহেতু তারা জীবনের  
ঝুঁকি নিয়ে নাও যেতে পারে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ আসলে কি করতে পারে  
যদি তারা না যেতে চায়

sp3:

হ্যাঁ যেটা বলছিলাম মানে তারা কি চাচ্ছে একটা কোন অপশন তো দিতে হবে  
এখন তারা বলতে পারে যে আমরা মানে রেফিউজি স্ট্যাটাস চাচ্ছি  
এখন সেটা বাংলাদেশ যদি মনে করে যে না বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে রেফিউজি রাখতে পারছি  
না তখন আন্তর্জাতিক মহলকে সেটা বলবে  
ইউ এন এইচ আরের সাথে সমন্বয় করবে যে তারা  
যেটা বলা হয় অনেক সময় যে তৃতীয় দেশ  
থার্ড কান্ট্রির ব্যাপারে তবে এটা থার্ড কান্ট্রির রিসেটেলমেন্ট না রেফিউজি হিসেবে  
যে তারা অন্য কোন দেশে হতে পারে যে আমাদের অন্যান্য কোন প্রতিবেশী বা  
মিয়ানমারের কোন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে যদি সেখানে  
সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেটা  
সেটার আলাপটা করতে হবে প্রথমত তাদের সাথে কথা বলতে হবে এখানেও একই ব্যাপার যে  
আইসিআরসি বা আন্তর্জাতিক মহলের ইনভলভমেন্ট থাকলে ভালো  
শুধু বাংলাদেশ সরকার প্রশ্ন করলে যদি সেটার মধ্যে কোন জটিলতা তৈরি হয়  
দায়-দায়িত্ব কিন্তু বাংলাদেশের উপরে পুরোপুরিই পড়বে  
সেখানে যদি একটু মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাউকে যুক্ত রাখে আন্তর্জাতিক কাউকে  
সেটা বাংলাদেশের জন্য ভালো এমনও হতে পারে যে এটার জন্য কোন স্পেশালাইজ সাপোর্টও  
বাংলাদেশ চাইতে পারে এখন  
যে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে আইসিআরসি হোক তাদের কোনো বিশেষ প্রতিনিধি  
তাদের জেনেভা দপ্তর থেকে হোক যারা এই ধরনের

নেগোসিয়েশন বা আলাপ আলোচনা গুলোয় অভ্যস্ত অন্যান্য দেশের সংঘাতের ক্ষেত্রে  
তাদেরকে আহ্বান জানাতে পারি যে তোমরা আমাদের এখানে এক্সপার্ট পাঠাও যারা এ ধরনের ক্ষেত্রে  
এরকম মানে ডেজার্ট করে আসা পালিয়ে আসা  
সৈন্যদের সাথে কথা বলার অভিজ্ঞতা আছে  
তো সেখানে তারা যদি এসাইলাম চায় এসাইলাম কোথায় চাচ্ছে  
এবং তখন আন্তর্জাতিক মহলের আবার বিবেচনা করতে হবে যে তারা যেটা চাচ্ছে এটা যুক্তিসঙ্গত  
কিনা  
বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশে তাদেরকে রেফিউজ দেওয়া  
বাংলাদেশ সরকার বলবে যুক্তিসঙ্গত কিনা কেন বা কেননা  
বাংলাদেশ যদি মনে করে যে আমরা এখানে তাদেরকে এসাইলাম দিলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ একটা  
ঝুঁকি থাকছে  
যেটা গণমাধ্যমের মধ্যে আলাপ হয়েছে কারণ  
এখানে রোহিঙ্গারাও আছে যদি কোন কারণে হয় যে রোহিঙ্গারা এবং এরা কাছাকাছি এলাকায় আছে  
এখন হয়তো তাদের প্রতি একটা মানবিক আচরণ আছে  
কিন্তু কোন সময় যাতে সংঘাতপূর্ণ অবস্থান হয়  
এদের সংখ্যা তো কম রোহিঙ্গাদের সংখ্যা বেশি  
কাজেই সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বলতে পারে যে এখানে উভয়পক্ষেরই ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে  
আমাদের এখানে রাখা যাবে না  
তখন আন্তর্জাতিকভাবে সাথে সেটা আলাপ করতে হবে তো এটার  
অনেক ধরনের সম্ভাবনা আছে এগুলো এখন  
মানে সবগুলোই বিশ্লেষণ করতে হবে  
প্রস এন্ড কন্স ভাবতে হবে যে কোনটা হলে আমাদের স্বার্থ  
রক্ষা হয়

sp1:

সবকিছুর মধ্যে আসলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে ইনভলভ করা উচিত  
ধন্যবাদ আপনাকে জি মেজর জেনারেল আব্দুর রশিদ আপনার কাছে আবারও যেতে চাই  
এই এন্ড শেষ নিরাপত্তার প্রশ্নই আবারো যেতে চাই যেহেতু  
মায়ানমারে যে সংঘর্ষ আসলে সেটা তো আগেই বলছি যে পার্বতী দেশ হিসেবে বাংলাদেশে এসে  
সেটা পড়ছে আমরা এর মধ্যে দেখতে পেয়েছি সে দেশের যে জায়গাগুলো সংঘর্ষ সেখান থেকে  
বাংলাদেশের কূটনৈতিক দেরকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে

এবং এ নিয়ে কিন্তু বিদেশী বেশ কয়েকটি দেশও কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মায়ানমারের এই বিষয়গুলো নিয়ে

আবারো জানতে চাই যে যদি এই মায়ানমার জাতি সরকারের সৈন্যরা যারা আছেন তারা যদি যেতে না চান বা ওই দেশের গভর্নেন্ট যদি তাদেরকে না নিতে চান সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিরাপত্তার কোন সংকটে পড়বে কিনা

Sp2:

নিঃসন্দেহে তেমন কোনো নিরাপত্তা সংকটের কারণ নেই

তবে আমি যদি কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা ইন আইসোলেশন দেখছি

যে এই সরকারি সৈন্যরা ফেরত যাবে কিনা তারা কি করবে

তারা রোহিঙ্গাদের জন্য একটা

আমি বিষয়টাকে ইন আইসোলেশন দেখতে চাচ্ছি না

আমি চাচ্ছি সমগ্র সব সমস্যা গুলোকে ইন্টিগ্রেট করে

আমাদের কৌশল তৈরি করতে হবে যে টেকসই কৌশল হবে

তা আমরা চাচ্ছি শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে

এখন যদি অনেকেই যে প্রস্তাব করেছেন যে

এদেরকে আমরা বাগেনিং চিপস হিসেবে ব্যবহার করতে পারি কিনা এই সরকারি সৈন্যদের

যদিও কথাটা একটু অন্যরকম শোনায়

বাট কথা হচ্ছে যে আমি কি করবো না করবো আমাকে সামগ্রিক বিষয় নিয়ে একটা টেকসই ফর্মুলা বানাতে হবে

এবং সেটি নিয়ে থাকতে হবে

যদি আমি ইন আইসোলেশন করি তাহলে আমি কোন ফল পাব না

তবে যেটি হচ্ছে বাংলাদেশ

যেটি চাচ্ছে সেটি হচ্ছে কোনো রকম সংঘাতে না জরিয়ে

একটি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান গুলো সমস্যার সমাধান করতে চাচ্ছে

এটি খুব ভালো উদ্যোগ

এবং এখানে যদি এখানে কোন একটি প্রক্রিয়ায় যদি আমি ইন আইসোলেশন নেই

যেটা আমাদের এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবেশী তৈরি করতে

বিল্ব সৃষ্টি করে বাধার সৃষ্টি করে

তাহলে হয়তো আমরা এখন বুঝতে পারছি না যখন একসাথে চিন্তা করবো তখন বুঝবো

তাহলে সেটি আমাদের কাছে খুবই ইফেক্টিভ

অলটারনেটিভ হচ্ছে না

তো একটি কার্যকরী বিকল্প আমাদের তৈরি করতে হবে সেটি  
সামগ্রিকভাবে মিলিয়ে করতে হবে করে যেখানে যদি দরকার সেটি আপনি করবেন  
যে অপশনস গুলো আছে বাংলাদেশের কাছে অনেকগুলো বিকল্প আছে  
তা এখন হচ্ছে আন্তর্জাতিক সংস্থাকে আমি জড়াবো কিনা  
এই জড়ানোর মধ্যে আবার ইও আছে এটি খুব সহজ না  
আন্তর্জাতিক সংস্থা হচ্ছে একটি নির্মোহনা  
তারা হচ্ছে একটা কি বলে জিও পলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজি নিয়ে তারা আসে  
তো মিয়ানমারে যখন প্রথম  
এই যে আমাদের রোহিঙ্গাদের বিতরণ করা হয়  
তখন যখন ওখানে জাতিসংঘের ফিল্ড স্টাফরা যে রিপোর্টটা দিয়েছিল সেই রিপোর্টটা গায়েব করে  
দেওয়া হয়েছে  
জাতিসংঘ পর্যন্ত পৌঁছায় নাই  
তো এটাকে আপনি কি বলবেন তো  
ওদেরকে জড়িত করলে  
সমস্যা আরও জটিল হবে  
বা তারা কোন দিকে সমস্যাকে জোর করে ঠেলে নিয়ে যাবে কিনা  
সেটির একটা বিষয় আছে সেটি আমি সেই জন্য বলেছি সবকিছু সামগ্রিকভাবে  
একটি ফ্রেমওয়ার্ক আনতে হবে এনে চিন্তা করতে হবে  
ইন আইসোলেশন চিন্তা করলে আবার আমরা নিজেদের খাদে নিজেরাই পড়বো

sp1:

তো আপনি কি মনে করছেন যে একজন যেহেতু আপনি নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করেন যে বাংলাদেশ  
যে পথে এগুচ্ছে  
এখনও পর্যন্ত তাদের বিষয়ে যে সহনশীল ভূমিকা রাখছে  
সেটি কি সঠিক প্রক্রিয়ায় এগুচ্ছে কিনা না আরো  
অন্য কিছু করা উচিত বা বিকল্প

sp2:

নিঃসন্দেহে এটিকে আমি বলবো পজেটিভ  
এই মুহূর্তে মিয়ানমার সংকট উত্তরণের জন্য আমি বলেছি শুরুতেই বলেছিলাম  
যে আমাদের আঞ্চলিক শক্তির  
বাংলাদেশকে ভর করেছে বাংলাদেশে ভর করেছে সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে

তো এখানে বাংলাদেশের কূটনীতি বা আমাদের যে পদক্ষেপগুলো  
খুব নিরপেক্ষ ছিল এবং আমরা কোন পক্ষ নেই নাই বলে আমাদের এই অবস্থান তৈরি হয়েছে  
তো এখন হচ্ছে আমি বলেছি যেহেতু এখন আগে তারা যেমন ঠেলে দিয়েছে এটা বাংলাদেশের  
সমস্যা বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিকভাবে  
সমাধান করে এখন সবার সমস্যা চীনের সমস্যা ভারতের সমস্যা  
থাইল্যান্ডের সমস্যা সবার হয়েছে  
এখন সবাই  
তাদের মাথা তাদেরও মাথা ঘামছে  
ঘামাচ্ছে  
তো সেই জায়গাতে যখন পৌঁছেছি তখন হচ্ছে আমাদের উচিত  
যে তাদের এই মাথা ঘামানো টাকে  
আরেকটু উৎসাহিত করে  
আপনার সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজি যুদ্ধে না জড়িয়ে

sp1:

অনেক ধন্যবাদ জনাব আসিফ মুনীর আপনার কাছে একেবারে শেষ  
প্রশ্ন যেটা আমরা আসলে একই প্রশ্ন আপনার কাছেও করতে চাই যেহেতু আপনি  
শরণার্থী নিয়ে কাজ করেন  
বাংলাদেশ আসলে এখনো পর্যন্ত যে ভূমিকা পালন করছেন এবং পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারে  
যে উত্তেজনা বিরাজ করা সত্ত্বেও বাংলাদেশ অনেকটা সহনশীল ভূমিকা পালন করছেন এবং  
যেভাবে বাংলাদেশ যে প্রক্রিয়ায় এগুচ্ছে  
সে প্রক্রিয়াটা কি সঠিক কিনা  
পররাষ্ট্রমন্ত্রী যেটা বারবার বলছেন ভারতেও তারা এই বিষয় নিয়ে কথা বলে এসেছেন  
এবং চায়নার সাথেও নাকি তারা কথা বলেছেন  
যা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিষয়টি বলেছেন  
এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে আলোচনা করে তারা সমাধান করতে যাচ্ছেন  
এই যে পথে 21 তারিখ সেটা কি সঠিক পথে এগুচ্ছেন নাকি আপনার কোন পরামর্শ রয়েছে

sp3:

মানে সঠিক বৈঠক বলা যাবে না যেটা শুধু বলছিলেন যে অনেকগুলো পন্থা হতে পারে  
তো সেখানে যেটা হচ্ছে এটা একটা ঘটছে তবে  
আমরা যেটা বিভিন্ন সময় বলছি যে

আঞ্চলিক অন্যান্য যে দেশগুলো আছে এক হচ্ছে যে  
মিয়ানমারের অন্যান্য যে প্রতিবেশী দেশগুলো আছে  
সেখানে এইটার রেস ছড়িয়ে পড়তে পারে সেটা নিরাপত্তা ঝুঁকির বিষয় হতে পারে  
এবং বিশেষ করে অন্যান্য যে সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য  
বিচ্ছিন্নতাবাদী যে গোষ্ঠীগুলো আছে বা স্বাধীনতাকামী  
গোষ্ঠীগুলো আছে  
সেগুলোর কারণে অন্যান্য অনেকগুলো দেশে এফেক্ট হচ্ছে এটা একটা এদের সাথে  
আলাপ প্রয়োজন আর একটা হচ্ছে যে  
রোহিঙ্গাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এরকম আরো অনেকগুলো দেশ কিন্তু আছে শুধু  
সৌদি আরব থেকে শুরু করে আমাদের আশেপাশে মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড  
আরো অনেকগুলো দেশে আছে  
তো রোহিঙ্গা প্রত্যাশন বিষয়ে  
আমরা যথেষ্ট পরিমাণে কিন্তু এই প্রতিবেশী দেশ যেসব জায়গায় রোহিঙ্গারা আছে  
তাদের সাথে কিন্তু কূটনৈতিক তৎপরতা চালাইনি  
কাজেই এটা যুক্ত করা উচিত  
অর্থাৎ এখন যেটা চলছে ঠিক আছে ভারত চীন অন্যান্য বা  
সহযোগী রাষ্ট্র দের কাছে বা বন্ধু ভাবাপন্ন  
কারণ এটাও আমরা দেখছি যে তাদের সাথে যে আলাপ আলোচনা গুলো এর আগেও হয়েছে  
খুব একটা ফল কিন্তু সেখানে আসেনি  
এখন যে যুদ্ধাবস্থা আছে মিয়ানমারের ভিতরে  
সেটার আগেও তো আমরা চীনের কথা শুনেছি  
চীন আমাদেরকেও হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছে  
মিয়ানমারকেও হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছে  
ভারতও আমরা দেখেছি যে অনেক সময় তারা ডিপ্লোম্যাটিক ভাষায় বলেছেন যে  
আমরা বাংলাদেশের সাথে আছি  
কিন্তু কোন প্রো অ্যাকটিভ রোল আমরা তখন কিন্তু ভারতের দেখিনি কখনো  
কাজেই বন্ধুভাবাপন্ন দেশ ঠিক আছে কিন্তু তারা এখানেও আছে ওখানেও আছি  
তো সে ক্ষেত্রে আমরা অল্টারনেটিভ অন্যান্য দেশগুলোর সাথে আলাপ গুলো করতে হবে এটা  
এখনো হয়নি  
এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু মানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে  
আঞ্চলিক কোন সম্মেলন হয়নি  
যেখানে আমরা স্ট্রাটেজিক্যালি আলাপ করতে পারি

ওভারঅল স্ট্যাট্রোজি নিয়ে যে পুরো রোহিঙ্গাদের বিষয়গুলোকে আমরা  
কিভাবে দেখব বাংলাদেশেও তো তাদের সবচেয়ে বড় সংখ্যা আছে  
অন্যান্য দেশগুলোতেও আছে

Sp1:

যেখানে যেখানে আসলে রোহিঙ্গারা রয়েছেন যেসব দেশগুলোতে  
তাদেরকে নিয়ে কি বাংলাদেশের কোন উদ্যোগ নেওয়া উচিত কিনা বা কোন সম্মেলনে যে কথাটা

Sp3:

আন্তর্জাতিক সম্মেলন হোক আলাপ-আলোচনা হোক কোন একটা  
প্ল্যাটফর্মের জায়গা হোক কোন একটা একশন ওরিয়েন্টেড প্ল্যাটফর্ম হোক  
কর্মকৌশল হোক নির্ধারণ করা দরকার  
ওটা খুব ছাড়াছাড়া ভেবে হয়েছে

Sp1:

বাংলাদেশ ভূমিকা রাখতে পারে

Sp3:

অগ্রণী ভূমিকা অবশ্যই রাখতে পারে

Sp1:

অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দুজনকে আজকের আলোচনা অংশগ্রহণ করার  
জন্য আমরাও চাই আসলে  
যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সমস্যা যেন খুব দ্রুতই  
সমাধান হয়ে যায় এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশ হিসেবে  
আসলে মিয়ানমার না সব দেশের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো থাকবে  
আমরাও যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই সেই পথেই যেন বাংলাদেশ এগিয়ে নিয়ে যায় এবং শান্তিপূর্ণভাবে  
এই সমস্যার সমাধান হয় সেই প্রত্যাশা নিয়ে  
আজকের মত নিটল টাটা মাই টিভি সংলাপ আমরা এখানেই শেষ করছি  
সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি



